অমঙ্গলের সমস্যা
(The Problem of Evil)

৭.১ অমঙ্গল কী? (What is Evil?)

অমঙ্গল বলতে আমরা বুঝি যা জীবনধারণের পক্ষে অশুভ, ক্ষতিকর, অবাঞ্ছনীয়। জীবমাত্রেরই নানা শারীরিক কষ্ট, ব্যাধি ও মৃত্যুকে মেনে নিতে হয়। এর সঙ্গে রয়েছে মানসিক যন্ত্রণা—নিকটজনের মৃত্যুশোক, বন্ধুবিচ্ছেদ, দারিদ্র্য, অসাফল্য ইত্যাদি। অনেকসময় নীতিহীনতাই এসব অমঙ্গলের কারণ হয়ে ওঠে। দারিদ্র্য, শোষণ, ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক পীড়ন, যুদ্ধ, সামাজিক অসাম্য, জাতি ও বর্ণবৈষম্য, অন্যায়-অবিচার—এইসব ক্লেশের উৎপত্তি হয় মানুষের আচরণ থেকেই। এছাড়া ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, অশনিপাত, আগুন ও রোগজীবাণুর দ্বারাও মানুষের অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হয়। সুতরাং, জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

তবে জগতে অমঙ্গলের মতো মঙ্গলের অস্তিত্বও আছে। সুখ, আনন্দ, সৌন্দর্য, সাফল্য, সততা, ন্যায়পরতা, সুবিচার, প্রকৃতির অবাধ নৈসর্গিক সৌন্দর্য, মানুষ-পশু-পাখি-কীটপতঙ্গের উচ্ছল জীবনতরঙ্গ ইত্যাদির অস্তিত্বও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে জগতে ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, সুখ-দুঃখ পাশাপাশি চলে এবং মানুষের অভিজ্ঞতায় পারস্পরিক তুলনার মধ্য দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অমঙ্গলকে সাধারণত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—প্রাকৃতিক অমঙ্গল (Natural Evil) ও নৈতিক অমঙ্গল (Moral Evil)। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঝড়, রোগ, মৃত্যু ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক অমঙ্গল বলা হয়। এগুলিকে মানুষ আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু নৈতিক অমঙ্গল মানুষেরই সৃষ্টি—লোভ, স্বার্থপরতা, ক্ষমতার দম্ভ, শোষণ, অবিচার ইত্যাদির কারণে মানবজীবনে সীমাহীন দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। আবার অনেক তথাকথিত প্রাকৃতিক অমঙ্গল মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট হয়, যেমন ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে যে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল তা তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকদেরই সৃষ্টি। একইভাবে বৃক্ষ নিধনের ফলে ভূমিক্ষয় হয়ে নদীর নাব্যতা কমে তার থেকে বন্যা হয়। এভাবে দেখা যায় যে, অনেক প্রাকৃতিক অমঙ্গলের কারণ মানুষ নিজেই।

Scanned by CamScanner

প্রাচীন খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী এই জগতে প্রথমে নৈতিক অমঙ্গলের আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ, মানুষের দ্বারা পাপকর্ম ঘটে। তারই দণ্ডস্বরূপ পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক অমঙ্গলের সৃষ্টি। নৈতিক অমঙ্গলের জন্য মানুষ দায়ী হলেও সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক অমঙ্গলের জন্য মানুষের আচরণ দায়ী নয়। আবার অনেক সময় প্রাকৃতিক অমঙ্গল নৈতিক অমঙ্গলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। অভাব, অশিক্ষা, ব্যর্থতা অনেক মানুষকে অনৈতিক আচরণের পথে চালিত করে। সুতরাং, নৈতিক অমঙ্গল ও প্রাকৃতিক অমঙ্গল ভিন্ন হলেও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

৭.২ অমঙ্গলের সমস্যাটি কী? (What is problem of Evil?)

জড়বাদী দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতে অমঙ্গল কোন সমস্যা নয়। এই জগতের সৃষ্টি হয়েছিল কতকগুলি ভৌত-রাসায়নিক পদার্থ থেকে। এইসব পদার্থ পরিচালিত হয় অচেতন, উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা। প্রাণ, মন, চৈতন্য সবই অচেতন জড়ের যান্ত্রিক পরিণাম। জড়ের আড়ালে কোন সর্বশক্তিমান বিধাতার সক্রিয়তার কথা জড়বাদীরা স্বীকার করেন না। সুতরাং, জগতের ভালোমন্দের ব্যাখ্যা কেবল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার।

অমঙ্গল বা অকল্যাণের সমস্যা কেবল অধ্যাত্মবাদীদের সমস্যা। Edwards যেমন বলেছেন, ধর্মীয় জীবনের পরিসরেই অমঙ্গলের সমস্যার উদ্ভব। ব্রহ্মবাদী বা অদ্বৈতবাদী অমঙ্গলকে মায়া বা অজ্ঞাতপ্রসূত ভ্রম বলে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরবাদ বা একেশ্বরবাদী তত্ত্বে ঈশ্বর করুণাময়, প্রেমময়, ন্যায়পরায়ণ ও সর্বশক্তিমান। কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্ট জগতে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার তীব্রতা ও ব্যাপ্তির কারণে মনে প্রশ্ন জাগে পরমকারুণিক ঈশ্বরের সৃষ্ট এই জগতে এত অমঙ্গল কেন? কেনই বা সৎ ব্যক্তি দুঃখভোগ করে আর অসাধু ব্যক্তি পরম নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত করে, এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। জগতে মন্দের অস্তিত্বের সমস্যাটি তার সমস্ত তীব্রতা নিয়ে ঈশ্বরবাদীর সামনে এসে দাঁড়ায়। ঈশ্বর-বিরোধীরা ঈশ্বরবাদকে চ্যালেঞ্জ করে অমঙ্গল সমস্যাকে একটি উভয় সংকটের আকারে উপস্থাপিত করেন—**ঈশ্বর যদি সত্যই করুণাময় হন তাহলে অমঙ্গল নিবারণে ইচ্ছুক হবেন এবং তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন তাহলে অমঙ্গল নিরাকরণে সক্ষম হবেন। কিন্তু জগতে অমঙ্গল আছে। সুতরাং, ঈশ্বর একাধারে করুণাময় ও সর্বশক্তিমান হতে পারেন না।**

দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) বা ভারতীয় দর্শনের অদ্বৈতবেদান্তবাদীদের মতো অমঙ্গলকে অজ্ঞতাপ্রসূত ভ্রম বা মায়া বলতে পারলে হয়তো এই সমস্যার আপাত সমাধান পাওয়া যায়। কিন্তু ইহুদি-খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তা গ্রহণযোগ্য

Scanned by CamScanner

হবে না। বাইবেল পুরোদস্তুর বস্তুবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জগৎ ও জগতের অমঙ্গল এই মতানুযায়ী অতি বাস্তব ঘটনা, ভ্রম বা মায়া নয়। মানুষের নানারকম দুঃখকষ্ট, মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় আচরণ, জীবনের নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি অসংখ্য অকল্যাণমূলক মানবিক অভিজ্ঞতার কথা বাইবেলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে।

খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে অশুভের সমস্যার কী কী সমাধান হতে পারে দেখা যাক। ধর্মতত্ত্বের সাহায্যে অমঙ্গল সমস্যা সমাধানের প্রয়াসকে এককথায় Theodicy বলা হয়। শব্দটি লাইবনিজ (Leibnitz) কর্তৃক উদ্ভাবিত। গ্রিক 'Theos' অর্থাৎ ঈশ্বর ও 'dike' অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ—এই দুটি শব্দ থেকে Theodicy শব্দটি গঠিত হয়েছে। অমঙ্গল সমস্যার সমাধানে প্রধানত তিন প্রকার Theodicy-এর কথা আমরা উল্লেখ করব। প্রথমত, St. Augustine-এর সমাধান, দ্বিতীয়ত, আইরিনীয় (Irenaean) সমাধান এবং তৃতীয়ত, আধুনিক প্রক্রিয়াগত ধর্মতত্ত্বের (Precess Theodicy) সমাধান। এই তিনপ্রকার সমাধানের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নৈতিক অমঙ্গলকে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীন। কোন বিষয়ে তার বিচার বা সিদ্ধান্তের জন্য ব্যক্তি নিজেই দায়ী। ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসীরা মনে করেন স্বাধীন ব্যক্তির সৃষ্টি ও তার অন্যায় আচরণের মধ্যে যুক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ, সে ইচ্ছা করলে সৎ আচরণ করতে পারে অথবা অসৎ আচরণও করতে পারে। যদি বলা হয় যে, ঈশ্বরের এমন প্রাণী সৃষ্টি করা উচিত হয়নি যাদের অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে ঈশ্বরের স্বাধীন ব্যক্তি সৃষ্টি করা উচিত হয়নি।

অবশ্য অমঙ্গল সমস্যার সাম্প্রতিক আলোচনায় এরকম বলা হয় যে, সর্বশক্তিমান ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের পক্ষে এমন প্রাণী সৃষ্টি সম্ভব ছিল যারা স্বাধীন হয়েও সর্বদা যথোচিত আচরণ করবে। কোন একজন মানুষের পক্ষে স্বাধীনভাবে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে যা শুভপ্রদ তাই বেছে নেওয়ার মধ্যে যদি যৌক্তিক অসম্ভাব্যতা না থাকে তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শুভপ্রদকে বেছে নেবার স্বাধীনতার মধ্যে যৌক্তিক অসঙ্গতি থাকবে কেন? নিষ্পাপ যন্ত্রবৎ মানুষ অথবা স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি—সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সামনে কি কেবলমাত্র এই দুটি বিকল্পই ছিল? বরং তাঁর সামনে এর চেয়ে ভালো তৃতীয় একটি বিকল্প থাকা উচিত ছিল—এমন সত্তা সৃষ্টি করা যারা স্বাধীন এবং সর্বদা যথার্থ আচরণকারী হবে। ঈশ্বরের পক্ষে এই তৃতীয় বিকল্প না থাকা অসংগতিপূর্ণ।*

Scanned by CamScanner

যুক্তিটি জোরালো সন্দেহ নেই। এই যুক্তির একটি উত্তরও সাম্প্রতিক আলোচনায় পাওয়া যায়।

যদি স্বাধীন ইচ্ছার ক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি সেই ক্রিয়া বা বাহ্যিক কোন কারণ দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে সম্পাদিত নয়, যা পারিপার্শ্বিকের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যক্তির ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বরূপ থেকে স্বতোৎসারিত হয়, তাহলে স্বাধীনতা ও নিমিত্তস্বরূপতার মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না এবং সেই ক্রিয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও করা সম্ভব। কিন্তু যদি বলা হয় যে, আমরা স্বাধীন, তবে ঈশ্বর আমাদের এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে আমাদের দ্বারা অনিবার্যভাবে কেবল বিশেষ একপ্রকার প্রতিক্রিয়া সম্ভব, তাহলে নিজেদের যতই স্বাধীন মনে করি না কেন, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা স্বাধীন নই, নৈতিক দায়িত্বসম্পন্নও নই। আমরা তাঁর হাতে অসহায় পুতুলের মতো। এই স্বাধীনতা সম্মোহনগ্রস্ত রোগীর মতো, যে নিজেকে স্বাধীন মনে করে। তার ইচ্ছাশক্তি বাস্তবিকপক্ষে সম্মোহনকারীর ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আদৌ স্বাধীন নয়। সমালোচনায় বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মানবপুতুল সৃষ্টি করতে চাননি, তিনি আপন পুত্র-কন্যা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, যারা আপন বিচারশক্তির দ্বারা ভালো বা মন্দকে বেছে নেবে।*

Scanned by CamScanner